দৈনিক সংবাদ

06 JAN 1997

পৃঃ ১ কঃ ২

১৬ জন শিক্ষক একসাথে বদলি, ল্যাবরেটরি স্কুলে উত্তেজনা

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

রাজধানীর ঐতিহ্যবাহী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আইডিয়াল স্কুলের পর সরকারি ল্যাবরেটরি স্কুলে মারাত্মক অচলাবস্থা দেখা দিয়েছে।

স্কুলের প্রধান শিক্ষকসহ পুরনো ১৬ জন শিক্ষককে একযোগে বদলি করার সরকারি সিদ্ধান্তে এ অচলাবস্থার সৃষ্টি।

গত পয়লা জানুয়ারি স্কুল খোলার সাথে সাথে শিক্ষকরা জানতে পারেন ১৬ জন শিক্ষককে বদলি করা হচ্ছে। এ সংবাদে তাদের মধ্যে ক্ষোভের সঞ্চার হয়। এর প্রভাব গিয়ে পড়ে অভিভাবক ও ছাত্রছাত্রীদের মাঝে। তারা স্কুলের ক্যাম্পাসে সভা আহ্বান করেন এবং গঠিত হয় 'বদলি প্রতিরোধে অভিভাবক ফোরাম'। এই ফোরামের আহ্বায়ক হন কাজী নিঘাত আরা পারভীন ও সদস্য সচিব মোঃ মহিউদ্দিন। গতকাল রোববার অভিভাবক ফোরামের আয়োজনে অনুষ্ঠিত এক সমাবেশে অবিলম্বে ১৫ জন শিক্ষকের বদলি আদেশ বাতিলের দাবি জানানো হয়। এই দাবি মানা না হলে ৭ই জানুয়ারির পর কর্মসূচি ঘোষণা করবে বলে জানানো হয়।

গত ১লা জানুয়ারি থেকে স্কুলে কোন স্বাভাবিক কার্যক্রম চলছে না। এসএসসি পরীক্ষার্থীদের কোচিংও বন্ধ হয়ে গেছে। আগামী ১২ই জানুয়ারি নতুন ছাত্রছাত্রীদের

শিক্ষক ঃ পৃঃ ১১ কঃ ৭

শিক্ষক ঃ স্কুলে উত্তেজনা

(১ম পৃষ্ঠার পর)

ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠান নিয়েও সংশয় দেখা দিয়েছে।

এ ব্যাপারে ল্যাবরেটরি স্কুলের প্রধান শিক্ষক মোঃ হাবিবুল্লাহ খান গতকাল 'সংবাদ'কে বলেন; তারা শিক্ষা অধিদপ্তর থেকে এখনো বদলির নির্দেশ পাননি। তবে শুনেছেন। পুরনো ও অভিজ্ঞ শিক্ষকদের এভাবে এক সাথে বদলি করার কথায় অভিভাবক ও ছাত্রছাত্রীরা ক্ষুব্ধ হয়েছেন।

তিনি আরো বলেন, এ ঐতিহ্যবাহী স্কুলের সুনাম ক্ষুণ্ন করার জন্যে এক শ্রেণীর লোক উঠেপড়ে লেগেছে। তিনি জানান, স্কুলটিতে বর্তমানে ১৪ জন শিক্ষক কম রয়েছে। শিক্ষক সংকটের মধ্যেও কোন্ যুক্তিতে ১৬ জন শিক্ষককে বদলি করা হচ্ছে তা আমার মাথায় ঢুকে না।

জানা যায়, শিক্ষা অধিদপ্তর পরীক্ষায় দুর্নীতি ও অন্যায়-অনিয়মের অভিযোগ এনে এসব শিক্ষককে বদলি করেছে। কিন্তু শিক্ষকবৃন্দ এসব অভিযোগ সম্পূর্ণ অস্বীকার করে বলেন, স্কুলের একটি গ্রুপ অধিদপ্তরে ব্যক্তিগত প্রভাব খাটিয়ে এই বদলি করিয়েছে। 'প্রফেশনাল জেলাসি' ছাড়া আর কিছুই নয়।

উল্লেখ্য, ১৯৯৩ সালেও ল্যাবরেটরি স্কুলে এক সাথে ১৫ জন শিক্ষক বদলি করা হয়েছিল। কিন্তু ঐ সময় অভিভাবক ও ছাত্রছাত্রীরা প্রচণ্ড চাপ সৃষ্টি করায় শিক্ষামন্ত্রী সেই সিদ্ধান্ত বাতিল করে দেন।

জানা যায়, যেসব শিক্ষককে বদলি করা হচ্ছে তাদের অনেককে '৯৩ সালেও বদলি করা হয়েছিল এবং [illegible] বেশিরভাগ শিক্ষকের এই স্কুলে চাকরি ১২ থেকে ১৫ বছর হয়েছে।